কোয়েল পালন

ভূমিকা

কোয়েল পালন বাংলাদেশ পোল্ট্রি শিল্পে এক নতুন সংযোজন। কোয়েল ছোট আকারের গৃহপালিত পাখি। পোল্ট্রির অনেক প্রজাতির মধ্যে কোয়েল একটি। আমাদের দেশে স্বল্প পরিসরে বাণিজ্যিকভাবে কোয়েল প্রতিপালিত হয়। অন্যান্য পোল্ট্রির তুলনায় কোয়েলের মাংস এবং ডিম গুণগতভাবে শ্রেষ্ঠ। আনুপাতিক হারে কোয়েলের ডিমে কোলেস্টেরল কম এবং আমিষ বেশি। একটি মুরগির পরিবর্তে ৮টি কোয়েল পালন করা সম্ভব। বাড়ির আঙ্গিনায় ঘরের কোণে ২-১০টা কোয়েল সহজেই পালন করা যায়। কোয়েল পাখি প্রতিপালন করে পারিবারিক পুষ্টি যোগানের সাথে সাথে অতিরিক্ত কিছু আয় করা সম্ভব। স্বল্প মূল্যে অল্প জায়গায় অল্প খাদ্যে কোয়েল পালন করা যায়।

কোয়েল পালনের সুবিধা

১. কোয়েল দ্রুত বর্ধনশীল
২. অল্প বয়সে যৌন পরিপক্কতা লাভ করে। মাত্র ৬-৭ সপ্তাহে ডিমপাড়া শুরু করে
৩. সঠিক যত্ন এবং ব্যবস্থাপনায় বছরে ২৫০-২৬০ টি ডিম পাড়ে
৪. ডিমে কোলেস্টেরলর কম
৫. ডিমে প্রোটিনের ভাগ বেশি
৬. অন্যান্য পোল্ট্রির দৈহিক ওজনের তুলনায় কোয়েলের ডিমের শতকরা ওজন বেশি
৭. ৮-১০ টা কোয়েল একটি মুরগির জায়গায় পালন করা যায়
৮. মাত্র ১৭-১৮ দিনে কোয়েলের ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়
৯. বাংলাদেশের আবহাওয়া কোয়েল পালনের উপযোগী
১০. রোগ বালাই খুব কম
১১. খাবার খুবই কম লাগে
১২. অল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে অল্প দিনে বেশি লাভ করা যায়।



পরিচিতি

গবেষণা কাজের জন্য এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নব্বই এর দশকে কোয়েল পালন শুরু হয়। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশে কোয়েল পালনের পরিচয় ঘটায়। কোয়েল বাংলাদেশে নতুন আবির্ভূত হলেও এশিয়ার অনেক দেশ যেমন জাপান, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, পাকিস্তান, সৌদিআরবসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কোয়েল পালন করা হয়। কোয়েল পৃথিবীর অনেক দেশেই অন্যতম সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর খাদ্য হিসেবে পরিচিত এবং এর ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে আমেরিকা, চীন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে। পৃথিবীতে বর্তমানে ১৭ থেকে ১৮ জাতের কোয়েল আছে। অন্যান্য পোল্ট্রির মতো এর মাংস এবং ডিম উৎপাদনের জন্য পৃথক পৃথক জাত আছে। পৃথিবীতে কোয়েলের বিভিন্ন জাতের মধ্যে"জাপানিজ কোয়েল" অন্যতম। উল্লেখ্য বিভিন্ন জাতের কোয়েলের প্রকৃত উৎস জাপানিজ কোয়েল।

স্ত্রী এবং পুরুষ কোয়েল চেনা

সাধারণত দুই সপ্তাহের পূর্বে স্ত্রী পুরুষ কোয়েল চিহ্নিত করা খুবই কঠিন, তবে এক দিনের বাচ্চার ভেন্ট পরীক্ষার মাধ্যমে সেক্সিং করা যায়। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী বাচ্চার ভেন্ট ডিম্বাকৃতির হবে। পুরুষ কোয়েলের ভেন্ট শুষ্ক ও অপেক্ষাকৃত লম্বাকৃতির হবে। দুই সপ্তাহ বয়সের পর পুরুষ কোয়েলের বুকের দিকটা অপেক্ষাকৃত গাঢ় বাদামি এবং বড় পরিলক্ষিত হবে। অন্যদিকে স্ত্রী কোয়েলের বুকের দিকটা অপেক্ষাকৃত সাদা এবং সাদা ডোরা দেখা যাবে। আর বয়স্ক অবস্থায় স্ত্রী কোয়েলের পেট নরম এবং ডিম অনুভূত হবে। পক্ষান্তরে পুরুষ কোয়েলের পেটে হাত দিলে ভেন্ট দিয়ে সাদাফোমের মতো তরল পদার্থ নির্গত হয়। এটিই স্ত্রী এবং পুরুষ কোয়েল চেনার স্বাভাবিক নিয়ম।

পুনরুৎপাদন

কোয়েলের ডিম ৮-১০ সপ্তাহ বয়সে সকল ঋতুতেই পুনরুৎপাদন কাজে ব্যবহার করা যায়। শুধুমাত্র ডিম ফুটাতে চাইলে স্ত্রী এবং পুরুষ কোয়েল একত্রে রাখার প্রয়োজন। ডিমের জন্য স্ত্রী কোয়েল পালন অধিক লাভজনক। আশানুরূপ ডিমের উর্বরতা পেতে হলে ২:১, ৫:২ বা ৩:১ অনুপাতে স্ত্রী এবং পুরুষ কোয়েল একত্রে রাখতে হবে। তবে অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করে ৩:১ অনুপাত অপেক্ষাকৃত ভালো। স্ত্রী কোয়েলের সাথে পুরুষ কোয়েল রাখার ৪ (চার) দিন পর থেকে বাচ্চা ফুটানোর জন্য ডিম সংগ্রহ করা উচিত। স্ত্রী কোয়েল থেকে পুরুষ কোয়েল আলাদা করার পর তৃতীয় দিন পর্যন্ত ফুটানোর ডিম সংগ্রহ করা যায়।

স্বাভাবিক ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের আবহাওয়ায় কোয়েল ৬-৭ সপ্তাহ বয়সে ডিম পাড়া শুরু করে। ৮-১০ সপ্তাহ বয়সে ৫০% ডিম পাড়ে এবং ১২ সপ্তাহের পর থেকে ৮০% ডিম পাড়ে। উপযুক্ত পরিবেশে প্রথম বছর গড়ে ২৫০-৩০০ টি ডিম পাড়ে। কোয়েল ডিমের উর্বরতা স্বাভাবিক অবস্থায় শতকরা ৮২-৮৭ ভাগ। ডিমপাড়া শুরুর প্রথম দুই সপ্তাহের ডিম ফুটাতে বসানো উচিত নয়। ৫০ সপ্তাহের অধিক বয়সের কোয়েলের ডিমের উর্বরতা এবং ফোটার হার কম। ডিমের ওজন স্ত্রী কোয়েলের দৈহিক ওজনের ৮%। কোয়েল এক বাণিজ্যিক বছরের অধিককাল পালন করা উচিত নয়। আন্ত প্রজনন যাতে না হয় সে জন্য নিকট সম্পর্কযুক্ত কোয়েলের মধ্যে মিলন ঘটানো যাবে না।

ডিমের রঙ, আকার ও আকৃতি

শুধুমাত্র কিছু স্ট্রেইনের কোয়েল সাদা রঙের ডিম পাড়ে। তাছাড়া বেশিরভাগ কোয়েলের ডিম বাদামী এবং গায়ে ফোঁটা ফোঁটা দাগ আছে। কোয়েলের ডিমের গড় ওজন ১০-১২ গ্রাম।

ইনকিউবেটরে বসানোর পূর্বে ডিমের যত্ন

দিনে অন্তত দুইবার ফোটানোর ডিম সংগ্রহ করতে হবে এবং ১৫.৫০° সেঃ তাপমাত্রায় ৮০% আর্দ্রতায় ৭-১০ দিন সংরক্ষণের জন্য ২০ মিনিট ফরমালডিহাইড গ্যাসে রাখতে হবে। কোয়েলের ডিমের খোসা ভাঙার প্রবণতা বেশি থাকায় অত্যন্ত সাবধানে ডিম নাড়াচাড়া করতে হবে। ময়লাযুক্ত ইনকিউবেটর অথবা হ্যাচারি এলাকা ডিম দুষিত হওয়ার প্রধান উৎস এবং রোগেরও প্রধান উৎস। ব্যবহারের পর প্রতিটি হ্যাচিং ইউনিট ভালোভাবে ধৌত করে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। কোয়ার্টানারি অ্যামোনিয়াম কম্পাউন্ড বা বাজারে যে সমস্ত জীবাণুনাশক পাওয়া যায় সেগুলো ব্যবহার করে জীবাণু মুক্ত করা প্রয়োজন। ময়লাযুক্ত ডিম, রোগ ও জীবাণুর প্রধান উৎস। কাজেই সর্বদা ভালো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ডিম ফুটানোর জন্য বসাতে হবে। ফুটানোর ডিম ধোয়া উচিত নয়। ডিম সংগ্রহ করার পর ডিম ফিউমিগেশন করা অত্যাবশ্যক। ডিম ফুটানোর জন্য মুরগির ডিমের মতো ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

ইনকিউবেটরে ডিমের ব্যবস্থাপনা

স্বাভাবিক নিয়মে ১৭-১৮ দিনে কোয়েলের ডিম থেকে উপযুক্ত পরিবেশে বাচ্চা ফুটে। বাণিজ্যিক কোয়েল ডিমে তা'য় বসে না। কোয়েলের ডিম সাধারণত কৃত্রিম উপায়ে ইনকুবেটর দিয়ে ফোটানো হয়। সফলভাবে বাচ্চা ফোটানোর হার বেশি পেতে হলে ইনকিউবেটর নির্মাতার নির্দেশ সতর্কতার সাথে অবলম্বন করতে হবে। ইনকুবেটরের কিছু কিছু মডেল শুধুমাত্র কোয়েলের ডিম বসানোর জন্যই ডিজাইন করা হয়। জাপানিজ কোয়েলের ডিম মুরগির ডিম ফোটানোর জন্য ব্যবহৃত ইনকুবেটরে ফোটানো যেতে পারে। তবে ডিম বসানোর ট্রেগুলোতে কিছুটা পরিবর্তন আনা দরকার। ডিমের মোটা অংশ সেটিং ট্রেতে বসানো উচিত। নিয়মমাফিক কোয়েলের ডিম প্রথম ১৫ দিন সেটিং ট্রেতে এবং পরবর্তী ৩ দিন হ্যাচিং ট্রেতে দিতে হবে। তাপমাত্রা ৯৮-১০১° ফাঃ এবং প্রথম ১৫ দিন ৫০-৬০% আর্দ্রতা এবং পরবর্তীতে ৬০-৭০% আর্দ্রতা রাখা বাঞ্ছনীয় (ইনকুবেটর নির্মাতার নির্দেশ অনুসারে)। প্রতি ২ থেকে ৪ ঘণ্টা অন্তর অন্তর ডিম ঘুরিয়ে (টার্নিং) দিতে হবে যাতে এমব্রায়ো খোসার সাথে লেগে না যায়। ১৫তম দিনে ডিম সেটিং ট্রে থেকে হ্যাচিং ট্রেতে স্থানান্তর করতে হবে এবং ডিম ঘুরানো বন্ধ করতে হবে। ডিম থেকে বের হওয়া বাচ্চা ২৪-২৮ ঘণ্টার মধ্যে ব্রুডার ঘরে স্থানান্তরিত করতে হবে।

কোয়েলের বাচ্চার ব্রুডিং ব্যবস্থাপনা এবং যত্ন

সদ্য ফুটন্ত কোয়েলের বাচ্চা খুবই ছোট হয়। এক দিন বয়সের কোয়েলের বাচচার ওজন মাত্র ৫-৭ গ্রাম, তাই ঠান্ডা বা গরম কোনোটাই তারা সহ্য করতে পারে না। এমতাবস্থায় খাদ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টিমান এবং কাম্য তাপমাত্রা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বজায় রাখতে হয়। এ সময় কোনো রকম ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা বা কোনো রকম পীড়ন হলে এর প্রভাব স্বাভাবিক দৈহিক বৃদ্ধি, ডিম উৎপাদন এবং বেঁচে থাকার ওপর পড়ে। বাচ্চাকে তাপ দেয়া বা ব্রুডিং খাঁচায় বা কেইজে করা যায়। উভয় পদ্ধতিতেই তাপ দেয়া যায় এবং তাপমাত্রার প্রয়োজনীয়তা একই রকম। প্রথম সপ্তাহে সাধারণত ৩৫° সেঃ তাপমাত্রা দিয়ে ব্রুডিং আরম্ভ করা হয় এবং তাপমাত্রা প্রতি সপ্তাহে পর্যায়ক্রমে ৩.৫° সেঃ কমিয়ে নিম্নলিখিত মাত্রায় আনতে হবে।

বাচচার বয়স	তাপমাত্রা
প্রথম সপ্তাহ	৩৫° সেঃ (৯৫° ফাঃ)
দ্বিতীয় সপ্তাহ	৩২.২° সেঃ (৯০° ফাঃ)
তৃতীয় সপ্তাহ	২৯.৫° (৮৫° ফাঃ)
চতুর্থ সপ্তাহ	২৭.৬° (৮০° ফাঃ)

থার্মোমিটারের সাহায্যে তাপমাত্রা নিরূপণ করা যায়। থার্মোমিটার ছাড়াও ব্রুডারের তাপ সঠিক হয়েছে কি না তা ব্রুডারে বাচ্চার অবস্থান দেখে এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বুঝা যায়। বাচ্চাগুলো যদি বাল্বের কাছে জড়োসড়ো অবস্থায় থাকে তবে বুঝতে হবে তাপমাত্রা কম হয়েছে। আর যদি বাল্ব থেকে দূরে থাকে তবে তাপমাত্রা অধিক বুঝতে হবে। বাচ্চাগুলো যদি চারদিকে সমভাবে ছড়িয়ে থাকে এবং স্বাভাবিক ঘুরাফেরাসহ খাদ্য ও পানি গ্রহণ করে তাহলে বুঝতে হবে পরিমিত তাপমাত্রা আছে। বাংলাদেশে গরমের সময় দুই সপ্তাহ এবং শীতের সময় তিন চার সপ্তাহ কৃত্রিম উপায়ে তাপ দিতে হয়। গবেষণা থেকে জানা যায় যে, দুই সপ্তাহ কেইজে ব্রুডিং করে পরবর্তীতে মেঝেতে পালন করলে বাচ্চার মৃত্যু হার অনেক কম এবং বাচ্চার ওজন অপেক্ষকৃত বেশি হয়। কোয়েলের মৃত্যুহার নির্ভর করে তার উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার ওপর। ব্রুডিংকালীন সময়ে পর্যাপ্ত তাপ প্রদান করতে না পারলে বাচ্চার মৃত্যু হার বেড়ে যাবে। কাজেই এ সময়ে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

ইনকুবেটরে বাচ্চা ফুটার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্রুডিং ঘরে বাচ্চা স্থানান্তর করতে হবে এবং প্রথমে গ্লুকোজ পানি এবং পরে খাদ্য দিতে হবে। খাদ্যের সাথে পর পর তিনদিন গ্লুকোজ পানি খেতে দেয়া ভালো। তারপর এমবাভিট ডবিউ এস (Embavit-WS) পানির সংগে তিনদিন সরবরাহ করতে হবে। প্রথম ২-১ দিন খবরের কাগজ বিছিয়ে তার উপর খাবার ছিটিয়ে দিতে হবে এবং প্রতিদিন খবরের কাগজ পরিবর্তন করতে হবে। এরপর ছোট খাবার পাত্র বা ফ্লাট ট্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। পানির পাত্রে বাচ্চা যাতে পড়ে না যায় সে জন্য মার্বেল অথবা কয়েক টুকরা পাথর খন্ড পানির পাত্রে রাখতে হবে। সর্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পানি সরবরাহ করতে হবে।

অন্যান্য পোল্ট্রির মতো কোয়েলের জীবনচক্রকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- বাচ্চা, বাড়ন্ত এবং বয়স্ক। অনেকে আবার কোয়েলের জীবনচক্র সংক্ষিপ্ত বিধায় একে শুধু বাচ্চা এবং বয়স্ক দুইভাগে ভাগ করেন। স্বাভাবিকভাবে ১-৩ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত বাচ্চা বলা হয়। ৩-৫ সপ্তাহ বয়সের কোয়েলকে বাড়ন্ত এবং ৫ সপ্তাহের ওপরের কোয়েলকে বয়স্ক কোয়েল বলা হয়।

বাসস্থান

বাণিজ্যিকভাবে কোয়েল পালনের জন্য লিটার পদ্ধতির চেয়ে কেইজ পদ্ধতি অধিক লাভজনক। ছোট জোড়া খাঁচা বা কেইজ কোয়েল পালনের জন্য অধিকতর উপযোগী। মেঝে এবং খাচায় দুই পদ্ধতিতে কোয়েল পালন সু-প্রতিষ্ঠিত। বাচ্চা অবস্থায় প্রতিটি কোয়েলের জন্য ৭৫ বঃ সেঃ মিঃ এবং ১০০ বঃ সেঃ মিঃ জায়গায় যথাক্রমে খাঁচায় ও মেঝেতে দরকার। অন্যদিকে বয়স্ক কোয়েলের বেলায় খাচায় প্রতিটির জন্য ১৫০ বঃ সেঃ মিঃ এবং মেঝেতে ২৫০ বঃ সেঃ মিঃ জায়গা প্রয়োজন। দুইটি ডিমপাড়া কোয়েলের জন্য একটি ১২.৭×২০.৩ সেঃ (৫×৮ ইঞ্চি) মাপের কেইজই যথেষ্ট। কোয়েলের ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তাপমাত্রা ৫০°-৭০° ফাঃ হওয়া ভালো। স্ত্রী কোয়েল এবং পুরুষ কোয়েল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৃথক পৃথকভাবে রাখতে হবে।

খাঁচায় কোয়েল পালন

খাঁচায় ৫০টি বয়স্ক কোয়েলের জন্য ১২০ সেঃ মিঃ দৈর্ঘ্য, ৬০ সেঃ মিঃ প্রস্থ এবং ৩০ সেঃ মিঃ উচ্চতাবিশিষ্ট একটি খাঁচার প্রয়োজন। খাঁচার মেঝের জালিটি হবে ১৬-১৮ গেজি ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত বাচ্চার খাচার মেঝের জালের ফাক হবে ৩ মিঃ মিঃ × ৩ মিঃ মিঃ এবং বয়স্ক কোয়েলের খাঁচায় মেঝের জালের ফাক হবে ৫ মিঃ মিঃ × ৫ মিঃ মিঃ। খাঁচার দুই পার্শে একদিকে খাবার পাত্র অন্যদিকে পানির পাত্র সংযুক্ত করে দিতে হবে। খাঁচায় ৫০টি কোয়েলের জন্য তিন সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত ২৫ সেঃ মিঃ বা ১০ ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট ২৮ বঃ সেঃ মিঃ বা ৩ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন।

খাবার পাত্র

বাচ্চা অবস্থায় ফ্লাট ট্রে বা ছোট খাবার পাত্র দিতে হবে যেন খাবার খেতে কোনোরকম অসুবিধা না হয়। স্বাভাবিকভাবে প্রতি ২৮টি বাচ্চার জন্য একটি খাবার পাত্র (যার দৈর্ঘ্য ৫০ সেঃ মিঃ, প্রস্থ ৮ সেঃ মিঃ এবং উচ্চতা ৩ সেঃ মিঃ) এবং প্রতি ৩৪টি বয়স্ক কোয়েলের জন্য একটি খাবার পাত্র (যার দৈর্ঘ্য ৫৭ সেঃ মিঃ প্রস্থ ১০ সেঃ মিঃ এবং উচ্চতা ৪ সেঃ মিঃ) ব্যবহার করা যায়। দিনে দুইবার বিশেষ করে সকালে এবং বিকেলে খাবার পাত্র ভালো করে পরিষ্কার সাপেক্ষে মাথাপিছু দৈনিক ২০-২৫ গ্রাম খাবার দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, প্রথম সপ্তাহ থেকে ৫ গ্রাম দিয়ে শুরু করে প্রতি সপ্তাহে ৫ গ্রাম করে বাড়িয়ে ২০-২৫ গ্রাম পর্যন্ত উঠিয়ে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। প্রতিটি বয়স্ক কোয়েলের জন্য ১.২৫ থেকে ২.৫ সেঃ মিঃ (১/২ থেকে ১ ইঞ্চি) খাবার পাত্রের জায়গা দিতে হবে।

পানির পাত্র

সর্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পানি সরবরাহ করতে হবে। প্রতিটি বয়স্ক কোয়েলের জন্য ০.৬ সেঃ মিঃ (১/৪ ইঞ্চি) পানির পাত্রের জায়গা দিতে হবে। অটোমেটিক বা স্বাভাবিক যে কোনো রকম পানির পাত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতি ৫০টি কোয়েলের জন্য একটি পানির পাত্র দেয়া উচিত। নিপল ড্রিংকার বা কাপ ড্রিংকারও ব্যবহার করা যায়। এ ক্ষেত্রে প্রতি ৫টি বয়স্ক কোয়েলের জন্য ১টি নিপল বা কাপ ড্রিংকার ব্যবহার করা যেতে পারে।

লিটার এবং এর ব্যবস্থাপনা

তুষ, বালি, ছাই, কাঠের গুঁড়া প্রভৃতি দ্রব্যাদি কোয়েলের লিটার হিসেবে মেঝেতে ব্যবহার করা যায়। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তুষ উপযোগী এবং সহজলভ্য। অবস্থাভেদে লিটার পরিবর্তন আবশ্যক যেন কোনোরকম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি না হয়। মেঝেতে ডিপ লিটার পদ্ধতি অবলম্বন করা শ্রেয়। প্রথমেই ৫-৬ ইঞ্চি পুরু তুষ বিছিয়ে দিতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যেন লিটার ভিজা না হয়। স্বাভাবিকভাবে শীতকালে লিটার পরিবর্তন এবং স্থাপন করতে হবে, অন্য ঋতুতে লিটার পরিবর্তন এবং স্থাপন করলে লিটারের ১-২ ভাগ চুন মিশিয়ে দিতে হবে যেন লিটার শুষ্ক ও জীবাণুমুক্ত হয়।

আলোক ব্যবস্থাপনা

কাঙ্ক্ষিত ডিম উৎপাদন এবং ডিমের উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য দৈনিক ১৪-১৮ ঘণ্টা আলোক প্রদান করা প্রয়োজন। শরৎকালে এবং শীতকালে দিনের আলোক দৈর্ঘ্য কম থাকে তাই কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা কর হয়। পুং কোয়েল যেগুলো প্রজনন কাজে ব্যবহার করা হয় না এবং যেগুলো শুধুমাত্র মাংস উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয় সেগুলোর জন্য দৈনিক ৮ ঘণ্টা আলোই যথেষ্ট। প্রাকৃতিক আলোর আলোর সাথে কৃত্রিম আলোর সমন্বয় করে নিম্ন সারণি মোতাবেক আলোক দিলে কাম্য ডিম উৎপাদন সম্ভব।

বয়স (সপ্তাহ)	প্রয়োজনীয় আলোর সময় (ঘণ্টা)
৫	১২.০০
৬	১২.০০
৭	১৩.৩০
৮	১৩.৩০
৯	১৪.৩০
১০	১৪.৩০
১১	১৫.০০
১২	১৬.০০

সুষম খাদ্য

বাচ্চা, বাড়ন্ত অথবা প্রজনন কাজে ব্যবহৃত কোয়েলের জন্য স্ট্যান্ডার্ড রেশন বাজারে সহজলভ্য নয়। কোয়েলের রেশনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- স্টার্টার (০-৩ সপ্তাহ), বাড়ন্ত (৪-৫ সপ্তাহ) এবং লেয়ার বা ব্রিডার (৬ সপ্তাহ) তিন সপ্তাহ পর্যন্ত কোয়েলের প্রতি কেজি খাবারে ২৭% প্রোটিন এবং ২৮০০ কেজিক্যালরি বিপাকীয় শক্তি, বাড়ন্ত কোয়েলের প্রতি কেজি খাবারে ২৩% প্রোটিন এবং ২৭০০ কেজিক্যালোরি বিপাকীয় শক্তি এবং লেয়ার কোয়েলের প্রতি কেজি খাবারে ২২-২৪% প্রোটিন এবং ২৭০০ কেজিক্যালোরি বিপাকীয় শক্তিতে ভালোফল পাওয়া যায়। ডিমপাড়া কোয়েলের প্রতি কেজি খাবারে ২.৫-৩.০% ক্যালসিয়াম থাকতে হবে। ডিমের উৎপাদন ধরে রাখার জন্য গরমের সময় ৩.৫% ক্যালসিয়াম প্রয়োজন।

বয়স	খাদ্যের প্রকার	প্রোটিন %	বিপাকীয় শক্তি
০-৩ সপ্তাহ	স্টার্টার ম্যাশ	২৭%	২৮০০ Kcal/kg
৪-৫ সপ্তাহ	বাড়ন্ত ম্যাশ	২৩%	২৭০০ Kcal/kg
৬ সপ্তাহ থেকে	লেয়ার এবং ব্রিডার ম্যাশ	২২-২৪%	২৫০০-২৭০০ Kcal/kg

রোগ

কোয়েলের রোগবালাই নেই বললেই চলে। সাধারণত কোনো ভ্যাক্সিন অথবা কৃমিনাশক ঔষধ দেয়া হয় না। তবে বাচ্চা ফুটার প্রথম ২ সপ্তাহ বেশ সংকটপূর্ণ। এ সময় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কোয়েলের বাচ্চার যত্ন নিতে হয়। অব্যবস্থাপনার কারণে কোয়েলের বাচ্চা মারা যায় তবে বয়স্ক কোয়েলের মৃত্যুহার খুবই কম।

উপসংহার

উৎপাদনের দিক থেকে কোয়েল অধিক উৎপাদনশীল। অন্যান্য পোল্ট্রির তুলনায় কোয়েলের মাংস এবং ডিম গুণগতভাবে শ্রেষ্ঠ। কোয়েলের ডিমে কোলেস্টরল কম এবং আমিষ বেশি। একটি মুরগির পরিবর্তে ৮টি কোয়েল পালন করা যায়। অল্প জায়গায় বাংলাদেশের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় অল্প খরচে পারিবারিক পর্যায়ে অথবা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কোয়েল পালন দেশে পুষ্টি ঘাটতি মেটাতে এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম।

প্যাকেজের উদ্ভাবক

ড. কাজী মোঃ ইমদাদুল হক, দুলাল চন্দ্র পাল, ড. শাকিলা ফারুক, ড. নাথু রাম সরকার এবং ড. মোঃ সালাহ উদ্দিন